" আল হুব্বু ফিল্লাহি : ছামারাতুহু ওয়া
আসবাবুহু "-গ্রন্থের অনুবাদ

যে ভালোবাসা আল্লাহর জন্য

মূল
শায়খ আবদুহু বিন আহমাদ আক্বরাহ
আবু আহমাদ

মূল
শায়খ আবদুহু বিন আহমাদ আক্বরাহ

অনুবাদ
মাওলানা খালিদ সাইফুল্লাহ

সম্পাদনা
মুফতী মাহমুদুল হক

প্রচ্ছদ
ফজলে মুন

পৃষ্ঠাসজ্জা
ওয়াফি পাবলিকেশন টিম

বানান
মাকামে মাহমুদ

যে ভালোবাসা আল্লাহর জন্য

ওয়াফি পাবলিকেশন

যে ভালোবাসা আল্লাহর জন্য
শায়খ আবদুল্লাহ বিন আহমাদ আক্বরাহ
গ্রন্থস্বত্ব © ওয়াফি পাবলিকেশন

প্রথম বাংলা সংস্করণ
জানুয়ারি ২০২৩

ISBN: 978-984-96125-3-7
www.wafipublication.com
+880 1741 992 664
+880 1324 299 976

অনলাইন পরিবেশক: www.wafilife.com

মূল্য : ১৭৫ টাকা

প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ যেকোনো উপায়েই হোক, ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। স্ক্যান করে ইন্টারনেটে আপলোড করা বা ফটোকপি বা অন্য কোনো উপায়ে প্রিন্ট করা অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়। বইটির অনুমোদিত অনলাইন সংস্করণ কিনুন। কপিরাইটকৃত বই বেআইনিভাবে কিনে চৌর্যবৃত্তিকে উৎসাহিত করবেন না। ধন্যবাদ।

Je Valobasha Allahor Jonno—Bengali version of Al Hubbu Fillahi Wa Samarotuhu Wa Asbabuhu by Shaykh Abu Ahmad Abduhu Bin Ahmad Aqrah, translated by Mawlana Khalid Saifullah, published by Wafi Publication of Bangladesh.

ওয়াফি পাবলিকেশন
গিয়াস গার্ডেন মার্কেট, নিচ তলা, প্রথম গলি, প্রথম দোকান।
বাংলাবাজার, ঢাকা

মসজিদে নববীর প্রখ্যাত ওস্তাদ

শায়েখ আবু বকর জাবের
জাযায়েরি (হাফি.)-এর

তাক্‌রীয

(মূল্যায়ন)

- বইটির কয়েকটি পাতা উল্টেই মুগ্ধ হলাম! অসাধারণ বই! লেখকের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করি।

- পাঠকদের উদ্দেশ্যে বলবো, সকলেই বইটি সংগ্রহে রাখুন ও পড়ুন। এর শিক্ষা বাস্তব জীবনে ফুটিয়ে তুলুন। ইনশাআল্লাহ, উভয় জগতের কল্যাণে ধন্য হবেন।

- সর্বস্তরের পাঠককে—তালিবুল ইলমদেরও—বইটি পড়ার প্রতি আমি আহ্বান করছি। কুরআন-হাদীসের অমূল্য সব রত্ন-সম্ভারে ভরপুর এটি। খুবই ইলম-সমৃদ্ধ ও উপকারী বই।

আবু বকর জাবের জাযায়েরি
ওস্তাদ, মসজিদে নববী
মদীনাতুল মুনাওয়ারা

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

মহান আল্লাহ বলেন, হে মুমিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমন তাকে ভয় করা উচিত। আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না। (আলে ইমরান : ১০২)

হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের রবকে ভয় করো, যিনি তোমাদের একই ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা হতে তদীয় সহধর্মিণী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের উভয় হতে বহু নর ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর ভয় করো সেই আল্লাহকে, যার নামের দোহাই দিয়ে তোমরা একে অপরের কাছে যাচনা করো এবং আত্মীয়-জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সর্তকতা অবলম্বন করো। নিশ্চয় আল্লাহই তত্ত্বাবধানকারী। (নিসা : ১)

হে মুমিনগণ, আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো। তাহলে তিনি তোমাদের কাজকে ত্রুটিমুক্ত করবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে তারা অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করবে। (আল আহযাব : ৭০-৭১)

প্রিয়নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন,

নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হলো আল্লাহর বাণী এবং সর্বোত্তম লাইফস্টাইল ও জীবনধারা হলো মুহাম্মাদ (ﷺ) এর জীবনধারা। আর সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো দ্বীন ও শরীয়তে নব-উদ্ভাবিত বিষয়াবলি। দ্বীন ও শরীয়তে উদ্ভাবিত প্রতিটি বিষয় বিদআত এবং প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা ও গোমরাহী। আর প্রত্যেক গোমরাহী জাহান্নামে ঠেলে দেয়।

বস্তুত বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটি আদর্শ সমাজ গঠনে 'ঐশীপ্রেম'-কে উপজীব্য করে একটি ছোট্ট সংকলন। এতে সমাজ গঠনে খোদাপ্রেমের নমুনা ও সীমা-পরিসীমা তুলে ধরা হয়েছে। যাতে সকল মানুষ একটি মিত্র সমাজে পরিণত হয়, একটি সুহৃদ সংঘ গড়ে তোলে। যার ভিত্তি হবে সু-সম্পর্ক, শালীন রীতিনীতি এবং শরঈ বিধানমাফিক জীবন পরিচালনাসহ সমাজকল্যাণে প্রতিটি সদস্যের ওপর আরোপিত দায়িত্বগুলো পালন করা ও যথাযথ আঞ্জাম দেওয়া।

এই গুরুতর দায়িত্বটি স্মরণ করাবার উদ্দেশ্যে পুস্তিকাটি রচনা করেছি, যাতে মানুষ মিত্র-বান্ধব সমাজে পরিণত হয়। আধুনিক বিশ্ব মানুষকে 'ভার্চুয়াল লাইফ' এর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাই তারা এই সুন্দর জীবনের প্রতি তাদের ঋণগুলোর কথা ভুলে গেছে বেমালুম। এই লক্ষ্যটি সামনে রেখে আমি পুস্তিকাটিতে সন্নিবেশ ঘটিয়েছি খোদাপ্রেমের কিছু অনন্য প্রাপ্তি এবং প্রীতিময় মুসলিম-সমাজ গঠনের কিছু সুন্দর উপায়।

আমি হাদীস-সংক্রান্ত বিষয়ে শায়খ আলবানী (রহ.) এর কিতাবাদির ওপর নির্ভর করেছি। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তিনিসহ আমাদের নবীগণ, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণের সঙ্গে সমবেত করুন। কেবল তিনিই এটা করতে পারেন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের প্রেমাস্পদ প্রিয়নবী (ﷺ) এর প্রতি, তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের প্রতি রহমত ও বরকত নাযিল করুন এবং বর্ষণ করুন শান্তির বারিধারা। আমিন।

আবদুহু বিন আহমাদ আক্বরাহ

সূচিপত্র

ভ্রাতৃত্ব

ভ্রাতৃত্বের পরিধি ১২

বিচ্ছিন্নতা পরিহার ১২

প্রথম অধ্যায়

পারস্পরিক ভালোবাসার সুফলসমূহ

১. জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় ১৫

২. কেয়ামতের তীব্র উত্তাপ থেকে রক্ষা ১৬

৩. মহাবিভীষিকার দিনে নির্বিঘ্নতা ও নিরাপত্তা ১৯

৪. ঈমানের মাধুর্য ও মিষ্টতা আস্বাদন ১৯

৫. আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা অর্জনের মাধ্যম ২০

৬. ইসলামের সবচেয়ে মজবুত হাতল ২২

৭. আল্লাহর কৃপা ও অনুগ্রহ অর্জন ২৩

৮. ঈমানের পূর্ণতা বিধান ২৩

৯. নূরের মঞ্চ লাভ ২৩

১০. আল্লাহর বৈঠকসঙ্গী হবার মর্যাদা অর্জন ২৩

১১. উজ্জ্বল চেহারা নিয়ে উত্থান ২৪

১২. হাশরের দিন বন্ধুর সাথে সমাবেশ ২৫

১৩. একে অপরের জন্য সুপারিশ ২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারস্পরিক সম্প্রীতির উপায়সমূহ

১. ঈমান ও নেক আমল ৩১

২. সালামের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ৩৩

সালামের উপকারিতা ৩৪

সালামের কিছু আদব-কায়দা ও শিষ্টাচার ৩৬

৩. ভালো ও উত্তম কথা বলা ৩৯

৪. মুসাফাহা করা ৪৩

৫. ক্ষমা প্রদর্শন ও ক্রোধ সংবরণ ৪৫

দুর্ব্যবহারের পরিবর্তে সৎব্যবহার ৪৬

আল্লাহর ক্ষমা পেতে চাইলে ৪৭

আয়তনয়না হুর পেতে চাইলে ৪৮

ক্রোধ সংবরণের পুরস্কার ৪৯

গুনাহ থেকে সৃষ্টি হয় রেষারেষি ৪৯

বিভেদকারী আল্লাহর ক্ষমা পায় না ৫০

৬. কাউকে মহব্বত করলে জানিয়ে দাও ৫১

৭. সুপারিশ বা অনুরোধ করা ৫৩

রাসূল ﷺ-কে সুপারিশের আদেশ ৫৩

বিপদের সঙ্গী হোন ৫৪

যথাসাধ্য ভাইয়ের জন্য সুপারিশ করুন ৫৫

মন্দ বিষয়ে সুপারিশ করা বৈধ নয় ৫৬

৮. হাদিয়া বা উপহার আদান-প্রদান ৫৮

প্রিয়নবী ﷺ হাদিয়ার আদান-প্রদান করতেন ৫৮

কিছু হাদিয়া এমন যা প্রত্যাখ্যান করা নিষেধ ৫৯

কিছু হাদিয়া মূলত হাদিয়া নয়; বরং উৎকোচ ৫৯

হাদিয়া প্রদানের ক্ষেত্রে কে বেশি অগ্রগণ্য ৬০

৯. অন্যকে প্রাধান্য দেয়া ৬১
অগ্রাধিকার-দানে প্রিয়নবী ﷺ এর উত্তম দৃষ্টান্ত ৬১
অগ্রাধিকার-দানে আনসারদের দৃষ্টান্ত ৬১
১০. রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজখবর রাখা ৬৫
অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাতের কিছু আদব ও শিষ্টাচার ৬৯
১১. দাওয়াত বা আমন্ত্রণ গ্রহণ করা ৭১
১২. মুসলিম ভাইয়ের মান-মর্যাদা রক্ষা করা ৭৪
১৩. উন্নত চরিত্রে সুসজ্জিত হওয়া ৭৬
উন্নত চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের একটি সংক্ষিপ্ত ফিরিস্তি ৭৯
১৪. আল্লাহর তুষ্টি লাভে অন্য ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ৮০
১৫. সর্বদা প্রফুল্ল ও হাস্যোজ্জ্বল থাকা ৮২
১৬. বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা ৮৩
বিনয় প্রদর্শনে প্রিয়নবী ﷺ ছিলেন উত্তম উপমা ৮৪
অহংকারের প্রতিকার ৮৬
১৭. মানুষের অর্থ-বিত্ত হতে বিমুখ থাকা ৮৮
দুনিয়া-বিমুখতার অর্থ ৮৮
১৮. অন্যের দোষ গোপন রাখা ৯১
দোষ গোপন রাখার গুরুত্ব ৯১
দোষ-ত্রুটি অন্বেষণের নিষেধাজ্ঞা ৯২
ইমাম মালেক (রহ.) এর উক্তি ৯৩
১৯. গোপনীয়তা রক্ষা করা ৯৪
গোপনীয়তা রক্ষার মাধ্যমে হৃদ্যতা ও সম্প্রীতি তৈরি হয় ৯৪
গোপনীয়তা রক্ষার কিছু দৃষ্টান্ত ৯৫
২০. কল্যাণকামিতা ৯৮
মুসলিম ভাইয়ের প্রতি কল্যাণকামিতার আবশ্যকতা ৯৯
আল্লাহ তাআলার জন্য কল্যাণ কামনার পদ্ধতি ১০০
আল্লাহর কিতাবের প্রতি কল্যাণ কামনার পদ্ধতি ১০১
নবীজী ﷺ এর প্রতি কল্যাণকামিতার পন্থা ১০১
২১. সুধারণা পোষণ করা ১০৫

ভ্রাতৃত্ব

আখিরাতে অনাবিল সুখের নীড়ে ফেরার আগে দুনিয়াতেই সুখময় সুশীল সমাজ গড়ার শিক্ষা নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভাব ঘটেছে ইসলামের। আর তার মূলমন্ত্র হচ্ছে পারস্পরিক ভালোবাসা সৃষ্টি করা—গোটা সমাজজুড়ে যে ভালোবাসার ঢেউ খেলবে। প্রতিটি অন্তর আলোড়িত হবে পারস্পরিক মহব্বতের স্পন্দনে। যেমন রাসূল ﷺ বলেছেন, বন্ধুত্ব সহানুভূতি ও সহমর্মিতায় মুমিনদের উপমা হলো একটি দেহের মতো—যার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে গোটা দেহ জ্বর ও অনিদ্রায় ভেঙে পড়ে।[১]

তিনি আরও বলেছেন, মুমিন মুমিনের জন্য দেয়ালের মতো, যার একাংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।[২]

তিনি আরও বলেছেন, মুমিন মুমিনের জন্য আয়না, এক মুমিন অন্য মুমিনের ভাই—সে তার জমি সংরক্ষণ করবে এবং তার অনুপস্থিতিতে তাকে হেফাযত করবে।[৩]

তিনি আরও ইরশাদ করেছেন, ঈমানদারদের কাছে একজন মুমিনের অবস্থান দেহে মাথার অবস্থানের মতো। মুমিন ঈমানদারদের ব্যথায় ব্যথিত হবে, যেমনি মাথাব্যথা হলে দেহ ব্যথিত হয়।[৪]

আরও ইরশাদ করেছেন, সকল মুমিন যেন এক ব্যক্তি, যার মাথাব্যথা হলে গোটা

---

১. মুখতাসারু মুসলিম : ১৭৭৪, সহীহুল জামে' : ৫৮৪৯
২. মুখতাসারু মুসলিম : ১৭৭৩, সহীহুল জামে' : ৬৬৫৪
৩. সহীহুল জামে : ৬৬৫৬, সহীহা : ১১৩৭
৪. সহীহুল জামে : ৬৬৫৯, সহীহা : ৯২৬

দেহ উত্তাপ ও অনিদ্রায় ভেঙে পড়ে।[১]

অন্যত্র বলেছেন, সকল মুমিন এক ব্যক্তির মতো, তার মাথাব্যথা হলে পুরো দেহ তা অনুভব করে।[১] তার চোখ ব্যথা হলেও পুরো দেহ তা অনুভব করে।[২]

ভ্রাতৃত্বের পরিধি

নির্দেশিত এই ভ্রাতৃবন্ধন কেবল মৌখিক 'ভাই' বলাতে সীমাবদ্ধ নয়। এটা মন-মননে হৃদয় ও মানসিকতায় গ্রোথিত এক আত্মিক ভ্রাতৃবন্ধন। অকপট ভালোবাসায় যার সূচনা ঘটে এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ হয় তার পরিণাম। তাই এই ভ্রাতৃত্বের স্থান বংশীয় ও আত্মীয়তার ঊর্ধ্বে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে মুমিনগণ ভাই ভাই।' (সুরা হুজুরাত : ১০)

এই ভ্রাতৃত্ব ঈমানের, যা সময়ের সাথে সাথে শক্ত সুদৃঢ় এবং অধিক ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। তাই প্রিয়নবী ﷺ বলেছেন, মুসলমান মুসলমানের ভাই।[৩] মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পারস্পরিক সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব ও সহানুভূতির সম্পর্ক তৈরি করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিভেদ-বিচ্ছেদ পরিহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন, হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো যেমন তাকে ভয় করা উচিত। আর ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো অবস্থায় মৃত্যুবরণ কোরো না। আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আর তোমাদের প্রতি সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করো, যখন তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, অনন্তর আল্লাহ তোমাদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। (আলে ইমরান : ১০২-১০৩)

বিচ্ছিন্নতা পরিহার

মহান আল্লাহ বিচ্ছিন্নতা ও মতবিরোধের ব্যাপারে সতর্ক করতে গিয়ে বলেছেন, আর তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে এবং তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ আসার পর তারা মতবিরোধ করেছে। আর তাদের জন্য রয়েছে

মহা আযাব। সেদিন কিছু চেহারা সাদা হবে আর কিছু চেহারা হবে কালো। অতএব যাদের চেহারা কালো হবে, তাদের বলা হবে তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে

১. সহীহুল জামে : ৬৬৬৭, সহীহা : ১১৩৮
২. সহীহুল জামে : ৬৬৬৮
৩. সহীহুল জামে : ৬৭০৪, সহীহা : ৫০৪

গিয়েছিলে? সুতরাং এখন স্বীয় কুফরির দরুন আযাবের স্বাদ গ্রহণ করো। (আলে ইমরান : ১০৫-১০৬)

ইবনে আব্বাস (রাযি.) এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেছেন, অর্থাৎ যেদিন আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআহর চেহারাগুলো সমুজ্জ্বল হবে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদী ও ভ্রষ্টদের চেহারাগুলো কালো ও মলিন হবে।[১]

মহান আল্লাহ অপর আয়াতে বলেছেন, তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দীন, তিনি যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে নাযিল করেছি। আর আমি ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো এ দীন কায়েম রাখো এবং এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি কোরো না। মুশরিকদের নিকট সে বিষয়টি বড়ই দুঃসাধ্য মনে হলো, যার প্রতি আপনি তাদের আহ্বান করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের দিকে টেনে নেন। আর যে ব্যক্তি তার দিকে মনোনিবেশ করে, তিনি তাকে নিজের পর্যন্ত পৌঁছার তৌফিক দান করেন। বস্তুত তাদের নিকট জ্ঞান আসার পর শুধু পারস্পরিক জেদাজেদির দরুনই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। যদি আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত একটি বাক্য পূর্ব থেকে নির্ধারিত না হয়ে থাকত তবে তাদের মীমাংসা হয়ে যেত। আর তাদের পর যাদের কিতাব দেয়া হয়েছে তারা সে কিতাব সম্পর্কে এমন কঠিন সন্দেহের মধ্যে আছে যা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ডুবিয়ে রেখেছে। অতএব আপনি সেদিকেই ডাকতে থাকুন আর তাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকুন যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। আর আপনি বলে দিন, আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন আমি তাতে ঈমান এনেছি, আর আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহই তোমাদের প্রতিপালক ও আমাদের প্রতিপালক। আমাদের কর্ম আমাদের এবং তোমাদের কর্ম তোমাদের। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ-বিসংবাদ নেই। আল্লাহই আমাদের সবাইকে একত্র করবেন এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন হবে। (শূরা : ১৩-১৫)

সুতরাং মুসলিম উম্মাহ এক ও অভিন্ন জাতি, যাতে কোনো বিভেদ বিভাজন হতে পারে না। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আর তোমাদের এ জাতি তো একই জাতি। (মু'মিনুন : ৫২)

---

১. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ১/৩৯০

অতএব আল্লাহর সন্তুষ্টির নিমিত্তে মুমিনদের প্রতি মহব্বত-ভালোবাসা দ্বীনের পথে একটি মজবুত অবলম্বন এবং ইবাদত-বন্দেগী ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি বিরাট মাধ্যম। এ কারণেই আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের পারস্পরিক হৃদ্যতা ও মহব্বতকে ঈমানের পূর্ণতা বিধানের উপায় সাব্যস্ত করেছেন। প্রিয়নবী ﷺ এ ব্যাপারে শপথ করে বলেছেন, 'শপথ সেই সত্তার, যার হাতে আমার জীবন, ঈমান আনয়ন ছাড়া তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা পূর্ণ মুমিন হবে না যতক্ষণ না পারস্পরিক হৃদ্যতা তৈরি করতে পার। আমি কি তোমাদের এমন কিছু বলে দেব না, যা করলে তোমাদের পারস্পরিক মহব্বত সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের প্রচার-প্রসার করো। (মুসলিম : ৫৪)

তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য মহব্বত করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই ঘৃণা করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য দান করে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই বিরত থাকে সে নিজের ঈমানকে পরিপূর্ণ করেছে।[১]

এই হাদীস দুটি স্পষ্ট প্রমাণ যে, পারস্পরিক মহব্বত ঈমান পূর্ণ হওয়ার মাধ্যম এবং ব্যক্তি যতক্ষণ তার ভাইকে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে মহব্বত না করবে তার ঈমান পরিপূর্ণ হবে না।

১. সহীহুল জামে' : ৫৯৬৫, সহীহা : ৩৮০

প্রথম অধ্যায়
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার সুফল

আল্লাহর জন্য ভালোবাসা দুনিয়া ও আখিরাতে বিরাট সুফল বয়ে আনে। সেগুলো একে একে তুলে ধরা হলো :

১. জান্নাত লাভের অন্যতম উপায়

জান্নাত শান্তির ঘর। নবীগণ, সিদ্দীকগণ, শহীদগণ, এবং সৎকর্মশীল যাদের আল্লাহ নেয়ামত দান করেছেন তাদের ঘর। এমন ঘর যার বাগবাগিচার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত। স্বর্ণ-রৌপ্যের ধারাবাহিক গাঁথুনিতে নির্মিত যার প্রাসাদ। আর তাতে সুগন্ধি হবে দিগন্তপ্রসারী কস্তুরি। বিছানো থাকবে মণি-মুক্তা এবং নীলকান্তমণির কুঁচিপাথর। তার মৃত্তিকা হবে জাফরান। মধ্যশূন্য মুক্তা দিয়ে নির্মিত হবে বস্ত্রগৃহ। শপথ খোদার, এই ঘরে বিরাজ করবে এক নূর, যা সারাক্ষণ চমকিত হতে থাকবে। সন্নিবেশিত থাকবে আন্দোলনরত এক চিরসবুজ সুগন্ধিময় তৃণ, ফলমূল, শ্যামল প্রকৃতি ও রূপসী রমণীগণ। তার অধিবাসী হবে অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাগণ, তারা আহার করবে কিন্তু নাসিকায় শ্লেষ্মা থাকবে না। খাবার সেখানে মলমূত্রে পরিণত হবে না। তারা একটা ঢেকুর তুলবে শুধু, যা থেকে আম্বরের ঘ্রাণ বিচ্ছুরিত হবে। সদা হাসি লেগে থাকবে তাদের মুখে, তারা কাঁদবে না। তারা তাতে চিরনিবাসী হবে, কখনো প্রস্থান করবে না। অমর হবে, মৃত্যুবরণ করবে না। তাদের চেহারা দীপ্তিমান হাস্যোজ্জ্বল ও প্রফুল্ল থাকবে। সৌন্দর্যের আধার এই জান্নাতে থাকবে ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট হুরগণ, স্থায়ী সুখ আনন্দ। থাকবে সবধরনের শোভা ও লালিত্য। সর্বোপরি জান্নাতে হিজাব তুলে দেওয়া হবে, জান্নাতিরা পরম প্রেমাস্পদ মহান রাব্বুল আলামিনের দর্শন লাভে ধন্য হবে। সুন্দরের এই লীলাক্ষেত্রে এমন সৌন্দর্য থাকবে, যা কোনো চক্ষু দেখেনি, কোনো কর্ণ শোনেনি, কোনো হৃদয়ের কল্পলোকেও আসেনি। জান্নাত এমনই পরম ঠিকানা, স্বাপ্নিক দৃষ্টি